BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : ONUMOTI

كِتَابُ الاِسْتِئْذَانِ

অনুমতি চাওয়া অধ্যায়

٢٥٦١. باب بَدْءِ السَّلامِ

২৫৬১. পরিচ্ছেদ ঃ সালামের সূচনা

٥٧٩٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَ تَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ -

৫৭৯৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাফর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন ঃ তুমি যাও। উপবিষ্ট ফিরিশ্তাদের এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগ সহকারে শোনবে তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয়? কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা) তাই তিনি গিয়ে বললেন ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম'। তাঁরা জবাবে বললেন ঃ 'আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন ঃ 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নবী ﷺ আরও বললেন ঃ যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে আসছে।

٢٥٦٢. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ

banglainternet.com

بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ - وَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُوْرَهُنَّ وَرُؤُسَهُنَّ - قَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ، خَائِنَةَ الأَعْيُنِ مِنَ النَّظْرِ إِلَى مَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظْرِ إِلَى الَّتِيْ لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ لاَ يَصْلُحُ النَّظْرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يَشْتَهِيْ النَّظْرُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظْرَ إِلَى الْجَوَارِيْ يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ -

২৫৬২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, যে পর্যন্ত সে ঘরের লোকেরা অনুমতি না দেবে এবং তোমরা গৃহবাসীকে সালাম না করবে, প্রবেশ করো না। এ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য অতি কল্যাণকর, যাতে তোমরা নসীহত গ্রহণ কর। যদি তোমরা সে ঘরে কাউকে জবাব দাতা না পাও, তবে তোমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তাতে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও তবে তোমরা ফিরে যাবে, এই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কাজ। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ অবহিত। অবশ্য যে সব ঘরে কেউ বসবাস করে না, আর তাতে যদি তোমাদের মাল আস্‌বাব থাকে, সে সব ঘরে প্রবেশ করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। তোমরা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে যা কিছুই কর না কেন, তা সবই আল্লাহ্ জানেন। সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান হাসান (রা)-কে বললেন ঃ অনারব মহিলারা তাদের মাথা ও বক্ষ খোলা রাখে। তিনি বললেন ঃ তোমার চোখ ফিরিয়ে রেখো। আল্লাহ তা'অলার বাণী ঃ হে নবী! আপনি ঈমানদার পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ যারা তাদের জন্য হালাল নয়, তাদের থেকে হে নবী আপনি ঈমানদার মহিলাদেরকেও বলে দিন, তারাও যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর আল্লাহর বাণী ঃ خائنة الأعين (অর্থাৎ খেয়ানতকারী চোখ) অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানের দিকে তাকানো সম্পর্কে। আর ঋতুমতী হয়নি, এমন মেয়েদের দিকে তাকানো সম্পর্কে। ইমাম যুহরী (র) বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলেও এসব মেয়েদের এমন কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো নাজায়েয, যা দেখলে লোভ সৃষ্টি হতে পারে। আতা ইব্‌ন রাবাহ ঐসব কুমারীদের দিকে তাকানোও মাকরূহ বলতেন, যাদের মক্কার বাজারে বিক্রির জন্য আনা হতো। তবে কেনার উদ্দেশ্যে হলে তা স্বতন্ত্র কথা

banglainternet.com

٥٧٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضِيئًا ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقْنِ الْفَضْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظْرِ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ

৫৭৯৫ আবুল ইয়ামান (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরবানীর দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফায্ল ইব্ন আব্বাস (রা)কে আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে বসালেন। ফায্ল (রা) একজন সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন। নবী ﷺ লোকদের মসলা মাসায়েল বাত্লিয়ে দেওয়ার জন্য আসলেন। এ সময় খাশ'আম গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসল। তখন ফায্ল (রা) তার দিকে তাকাতে লাগলেন। মহিলাটির সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে দিল। নবী ﷺ ফায্ল (রা)-এর দিকে ফিরে দেখলেন যে, ফায্ল তার দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি নিজের হাত পেছনের দিকে নিয়ে ফায্ল (রা)-এর চিবুক ধরে ঐ মহিলার দিকে না তাকানোর জন্য তার চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপর যে হাজ্জ ফরয হওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে, আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় এসেছে যে, বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে সাওয়ারীর উপর বসতে তিনি সক্ষম নন। যদি আমি তার তরফ থেকে হাজ্জ আদায় করে নেই, তবে কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

٥٧٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ، قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

banglainternet.com

৫৭৯৬ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তার বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ

আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ছাড়া উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার দাবী কি? তিনি বললেন, তা হলো চোখ অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেওয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

٢٥٦٣ . بَابُ السَّلاَمِ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْـهَا أَوْ رُدُّوْهَا

২৫৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নামের মধ্যে 'সালাম' একটি নাম ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আর যখন তোমাদের সালাম দেওয়া হয়, তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তমভাবে জবাব দিবে, না হয় তার অনুরূপ উত্তর দিবে

٥٧٩٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ عَنْ عَبْـدِ اللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ السَّـلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُـوَ السَّلاَمُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّـلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، فَإِنَّـهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ -

৫৭৯৭ উমর ইব্ন হাফ্স (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম, তখন (বসা অবস্থায়) আমরা আল্লাহর প্রতি তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি সালাম, মীকাঈল (আ)-এর প্রতি সালাম এবং অমুকের প্রতি সালাম দিলাম। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আমাদের দিকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেই 'সালাম'। অতএব যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে বসবে, তখন বলবে ঃ التَّحِيَّاتُ لِلهِ..... عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ মুসল্লী যখন এ কথাটা বলবে, তখনই আসমান যমীনে সব নেক বান্দাদের নিকট এ সালাম পৌঁছে যাবে। তারপর বলবে أَشْهَدُ أَنْ ..... وَرَسُوْلُهُ তারপর সে তার পছন্দমত দু'আ নির্বাচন করে নেবে।

banglainternet.com

٢٥٦٤ . بَابُ تَسْلِيْمِ الْقَلِيْلِ عَلَى الْكَثِيْرِ

২৫৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকদের সালাম করবে

৫৭৯৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ ، الْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ -

৫৭৯৮ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকদের সালাম দিবে।

٢٥٦٥. بَابُ تَسْلِيْمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِيْ

২৫৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে সালাম করবে

৫৭৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُخَلَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ -

৫৭৯৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে, পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখক লোক অধিক সংখককে সালাম করবে।

٢٥٦٦ . بَابُ تَسْلِيْمِ الْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ

২৫৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ পদচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম করবে

৫৮০০ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ -

৫৮০০ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং অল্প সংখক লোক অধিক সংখক লোককে সালাম করবে।

banglainternet.com

٢٥٦٧. بَابُ تَسْلِيْمِ الصَّغِيْرِ عَلَى الْكَبِيْرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ

بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

২৫৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ ছোট বড়কে সালাম করবে। ইবরাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখক বেশী সংখককে সালাম করবে

٢٥٦٨ . بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

২৫৬৮ পরিচ্ছেদ ঃ সালাম প্রসারিত করা

٥٨٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ ، بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ -

৫৮০১ কুতায়বা (র)..... বারা'আ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সাতটি কাজের ঃ রোগীর খোঁজ -খবর নেওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, হাঁচি দাতার জন্য দু'আ করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, মাযলূমের সহায়তা করা, সালাম প্রসার করা এবং কসমকারীর কসম পূর্ণ করা। আর নিষেধ করেছেন (সাতটি কাজ থেকে) ঃ রূপার পাত্রে পানাহার, সোনার আংটি পরিধান, রেশমী জিনের উপর সাওয়ার হওয়া, মিহিন রেশমী কাপড় পরিধান, পাতলা রেশম কাপড় ব্যবহার, রেশম মিশ্রিত কাতান কাপড় পরিধান, এবং গাঢ় রেশমী কাপড় পরিধান করা।

٢٥٦٩ . بَابُ السَّلَامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ

২৫৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম করা

٥٨٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

banglainternet.com

৫৮০২ আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করল ঃ ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি ক্ষুধার্তকে খাবার দেবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চেন এবং যাকে তুমি চিন না।

٥٨٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُصَدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -

৫৮০৩ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)..... আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের পক্ষে তার কোন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয় যে, তারা দুজনের দেখা সাক্ষাত হলেও একজন এদিকে, অপরজন অন্যদিকে চেহারা ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথম সালাম করবে। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন যে, এ হাদীসটি আমি যুহরী (র) থেকে তিনবার শুনেছি।

٢٥٧٠. بَابُ آيَةِ الْحِجَابِ

২৫৭০. পরিচ্ছেদ ঃ পর্দার আয়াত

٥٨٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَخَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِيْ مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوْا ، فَمَشَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَاهُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوْا فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَأَنْزَلَ آيَةَ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا -

৫৮০৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবনের দশ বছর আমি তাঁর খিদমত করি। আর পর্দার বিধান সম্পর্কে আমি সব চেয়ে বেশী অবগত ছিলাম, যখন তা নাযিল হয়। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) প্রায়ই আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। যয়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাসরের দিন প্রসঙ্গে

banglainternet.com

পর্দার আয়াত নাযিল হয়। নবী ﷺ নতুন দুলহা হিসেবে সে দিন লোকদের দাওয়াত করেন এবং এরপর অনেকেই দাওয়াত খেয়ে বেরিয়ে যান। কিন্তু কয়েকজন তাঁর কাছে রয়ে যান এবং তাদের অবস্থান দীর্ঘায়িত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান এবং আমিও তাঁর সঙ্গে যাই, যাতে তারা বের হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে চলি। এমন কি তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দরজায় এসে পৌছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ধারণা করেন যে, নিশ্চয়ই তারা বেরিয়ে গেছে। তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে আসি। তিনি যায়নাব (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে দেখেন যে, তারা তখনও বসেই আছে, চলে যায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। এমন কি তিনি আয়েশা (রা)-এর দরজার চৌখাট পর্যন্ত এসে পৌছেন। এরপর তিনি ধারণা করেন যে, এখন তারা অবশ্যই বেরিয়ে গেছে। তাই তিনি ফিরে এসে দেখেন যে, তারা বেরিয়ে গেছে। এই সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। এবং তিনি তাঁর ও আমার মধ্যে পর্দা টেনে দেন।

٥٨٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مَخْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ الآيَةَ -

৫৮০৫ আবূ নু'মান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ যায়নাব (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন (দাওয়াত প্রাপ্ত) একদল লোক তাঁর ঘরে এসে খাওয়া দাওয়া করলেন। এরপর তাঁরা ঘরে বসেই আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি দাঁড়ানোর পর কিছু লোক উঠে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু অবশিষ্ট কিছু লোক বসেই থাকলেন। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করার জন্য ফিরে এসে দেখলেন যে, তারা বসেই আছেন। কিছুক্ষণ পরে তারা উঠে চলে গেলেন। তারপর আমি নবী ﷺ কে ওদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলে তিনি এসে প্রবেশ করলেন। তখন আমি ভেতরে যেতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। এই সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরগুলোতে প্রবেশ করো না।..... শেষ পর্যন্ত।

banglainternet.com

٥٨٠٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ

يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِحْجُبْ نِسَاءَكَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ إِمْرَأَةً طَوِيْلَةً ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الْحِجَابِ -

৫৮০৬ ইসহাক (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নবী ﷺ -এর নিকট প্রায়ই বলতেন যে, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের পর্দা করান। কিন্তু তিনি তা করেন নি। নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রাতে মাঠের দিকে বেরিয়ে যেতেন। একবার সাওদা বিনত যামআ' (রা) বেরিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন লম্বাকৃতির মহিলা। উমর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখে ফেললেন এবং পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার আগ্রহে বললেন ঃ ওহে সাওদা! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

٢٥٧١ . بَابُ الإِسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

২৫৭১. পরিচ্ছেদঃ তাকানোর অনুমতি চাওয়া

٥٨٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي جُحْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ -

৫৮০৭ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কোন এক হুজরায় উঁকি মেরে তাকালো। তখন নবী ﷺ -এর কাছে একটা 'মিদরা' ছিলো, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ যদি আমি জানতাম যে তুমি উঁকি মারবে, তবে এ দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তাকানোর জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে।

٥٨٠٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ -

banglainternet.com

৫৮০৮ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর এক কামরায় উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক কিংবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে

তার দিকে দৌড়লেন। আনাস (রা) বলেনঃ তা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার জন্য তাকে খুঁজে ছিলেন।

٢٥٧٢ . بَابُ زِنَا الْجَوَارِحِ دُوْنَ الْفَرْجِ

২৫৭২. পরিচ্ছেদ : যৌনাঙ্গ ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যভিচার

٥٨٠٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَ تَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ -

৫৮০৯ হুমায়দী ও মাহমূদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো তাকানো, জিহবার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে।

٢٥٧٣ . بَابُ التَّسْلِيْمِ وَالْاِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

২৫৭৩. পরিচ্ছেদ : তিনবার সালাম দেওয়া ও অনুমতি চাওয়া

٥٨١٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا -

৫৮১০ ইসহাক (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম দিতেন এবং যখন কথা বলতেন তখন তা তিনবার উল্লেখ করতেন।

٥٨١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُوْ مُوْسَى كَأَنَّهُ مَذْعُوْرٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ مَا مَنَعَكَ ؟ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ وَاللهِ لَتُقِيْمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أُبَيُّ

banglainternet.com

بْنُ كَعْبٍ وَاللهِ لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ * وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ بُسْرٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ بِهٰذَا -

৫৮১১ আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার আমি আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবূ মূসা (রা) ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে এসে বললেন ঃ আমি তিনবার উমর (রা)-এর নিকট অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। উমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম ঃ আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। (কারণ) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? যিনি নবী ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছে ? তখন উবাই ইবন কাব (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে । আর আমিই দলের সর্ব কনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ নবী ﷺ অবশ্যই এ কথা বলেছেন।

٢٥٧٤. بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ قَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ

২৫৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তিকে ডাকা হয়; আর সে আসে, সেও কি প্রবেশের অনুমতি নিবে? আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ এ ডাকা তার জন্য অনুমতি

٥٨١٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِيْ قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ اَلْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ ، قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوْا فَاسْتَأْذَنُوْا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا -

৫৮১২ আবূ নুয়া'ঈম ও মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে গিয়ে একটি পেয়ালায় দুধ পেলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবূ হির! তুমি আহ্লে সুফ্ফার নিকট গিয়ে তাদের আমার নিকট ডেকে আন। তখন আমি তাদের কাছে গিয়ে দাওয়াত

banglainternet.com

দিয়ে এলাম। তারপর তারা এল এবং প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাদের অনুমতি দেয়া হলো। তারপর তারা প্রবেশ করল।

٢٥٧٥. بَابُ التَّسْلِيْمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

২৫৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ শিশুদের সালাম দেওয়া

٥٨١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ -

৫৮১৩ আলী ইব্ন জা'দ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি একদল শিশুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করে বললেন যে, নবী ﷺ ও তা করতেন।

٢٥٧٦. بَابُ تَسْلِيْمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

২৫৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাকে পুরুষদের এবং পুরুষকে মহিলাদের সালাম করা

٥٨١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ وَلِمَ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ وَ تُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَ نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

৫৮১৪ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিনে আনন্দিত হতাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ আমাদের একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। সে কোন একজনকে 'বুদাআ' নামক খেজুর বাগানে পাঠাত সে বীট চিনির শিকড় আনতো। তা একটা ডেগচিতে ফেলে সে তাতে কিছুটা যবের দানা দিয়ে ঘুটত ফলে তাতে এক প্রকার খাবার তৈরী করত। এরপর আমরা যখন জুম'আর সালাত আদায় করে ফিরতাম, তখন আমরা ঐ মহিলাকে সালাম দিতাম। তখন সে আমাদের ঐ খাবার পরিবেশন করত আমরা এজন্য খুশী হতাম। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, আমরা জুমু'আর পরেই মধ্যাহ্ন ভোজন ও মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতাম।

banglainternet.com

٥٨١٥ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُ

عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ تَرَى مَا لاَ نَرَى تُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ * تَابَعَهُ شُعَيْبٌ قَالَ يُوْنُسُ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَرَكَاتُهُ -

৫৮১৫ ইব্‌ন মুকাতিল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা! ইনি জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন আমিও বললাম ঃ ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে উদ্দেশ্যে করে বললেন ঃ আমরা যা দেখছিনা, তা আপনি দেখছেন । ইউনুস যুহরি সূত্রে বলেন এবং 'বরকাতুহু' ও বলেছেন।

٢٥٧٧. بَابُ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا

২৫৭৭. পরিচ্ছেদ ঃযদি কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইনি কে? আর তিনি বলেন, আমি

٥٨١٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِيْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ ، فَقَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا -

৫৮১৬ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্‌ন আব্দুল মালিক (র)..... জাবির (রা) বলেন, আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে? আমি বললাম ঃ আমি। তখন তিনি বললেন ঃ আমি আমি যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন।

٢٥٧٨. بَابُ مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَدَّ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ -

২৫৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে সালামের জবাব দিল এবং বলল ঃ ওয়ালাইকাস্ সালাম। (জিবরাঈল (আ)-এর সালামের জবাবে 'আয়েশা (রা) 'ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু' বলেছেন। আর নবী ﷺ বলেনঃ আদম (আ)-এর সালামের জবাবে ফিরিশ্‌তাগণ বলেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ

٥٨١٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ

banglainternet.com

فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلِّمْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا ، وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ فِي الأَخِيْرِ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا -

৫৮১৭ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সালাত আদায় করে এসে তাঁকে সালাম করল। নবী ﷺ বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে এসে আবার সালাম করল। তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস্ সালাম; তুমি ফিরে যাও এবং সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সালাত আদায় করে তাঁকে সালাম করল। তখন সে দ্বিতীয় বারের সময় অথবা তার পরের বারে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে সালাত শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে তুমি যথাবিধি অযূ করবে। তারপর কিব্‌লামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে, তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকূ করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তুমি সিজ্‌দা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর সিজ্‌দা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার সালাতের সকল কাজ সম্পন্ন করবে। আবূ উসামা (রা) বলেন, এমনকি শেষে তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

٥٨١٨ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا -

৫৮১৮ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তারপর উঠে বস প্রশান্তির সাথে।

banglainternet.com

٢٥٧٩ . بَابُ إِذَا قَالَ فُلاَنٌ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ

২৫৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ বলে যে, অমুক তোমাকে সালাম করেছে

٥٨١٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَئُكِ السَّلَامَ ، قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ -

৫৮১৯ আবূ নুআইম (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী ﷺ তাঁকে বললেনঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইহিস্‌ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

٢٥٨٠ . بَابُ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

২৫৮০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিম ও মুশরিকদের মিশ্রিত মজলিসে সালাম দেওয়া

٥٨٢٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ ابْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ ، خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ ، فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ -

banglainternet.com

৫৮২০ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র)...... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ এমন একটি গাধার উপর সাওয়ার হলেন, যার জ্বীনের নীচে ফাদাকের তৈরী একখানি চাদর ছিল। তিনি উসামা ইব্‌ন যায়দকে নিজের পেছনে বসিয়েছিলেন। তখন তিনি হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর দেখাশোনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা। তিনি এমন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলমান, প্রতিমাপূজক, মুশরিক ও ইয়াহূদী ছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলও ছিল। আর এ মজলিসে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। যখন সাওয়ারীর পদাঘাতে উড়ন্ত ধুলাবালী মজলিসকে ঢেকে ফেলছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই তার চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকল। তারপর বলল : তোমরা আমাদের উপর ধুলাবালী উড়িয়োনা। তখন নবী ﷺ তাদের সালাম করলেন। তারপর এখানে থামলেন ও সাওয়ারী থেকে নেমে তাদের আল্লাহর প্রতি আহ্বান করলেন এবং তাদের কাছে কুরআন পাঠ করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল বললো : হে আগত ব্যক্তি! আপনার এ কথার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। তবে আপনি যা বলছেন, যদিও তা সত্য, তবুও আপনি আমাদের মজলিসে এসব বলে আমাদের বিরক্ত করবেন না। আপনি আপনার নিজ ঠিকানায় ফিরে যান। এরপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ আপনার নিকট গেলে তাকে এসব কথা বলবেন। তখন ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন, আমরা এসব কথা পছন্দ করি। তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি শুরু হয়ে গেল। এমন কি তারা একে অন্যের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদার কাছে পৌঁছলেন। তারপর তিনি বললেন হে সা'দ! আবূ হুবাব অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই কি বলেছে, তা কি তুমি শুনোনি? সা'দ (রা) বললেন : সে এমন কথাবার্তা বলেছে। তিনি আরো বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে মাফ করে দিন। আর তার কথা ছেড়ে দিন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সব নিয়ামত দান করার ছিল তা সবই দান করেছেন। পক্ষান্তরে এ শহরের অধিবাসীরা তো পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা তাকে রাজ মুকুট পরাবে। আর তার মাথায় রাজকীয় পাগড়ী বেঁধে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে দীনে হক দান করেছেন, তা দিয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছেন। ফলে সে (ক্ষোভানলে) জ্বলছে। এজন্যই সে আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তা আপনি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তারপর নবী ﷺ তাকে মাফ করে দিলেন।

banglainternet.com

٢٤٨١ . بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَلَمْ يَرُدَّ سَلاَمَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي - وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ

২৫৮১. পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহগার ব্যক্তির তাওবা করার নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত এবং গুনাহগারের তাওবা কবুল হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যিনি তাকে সালাম করেন নি এবং তার সালামের জবাবও দেননি । আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ শরাব খোরদের সালাম দিবে না

٥٨٢١ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ - وَنَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلاَمِنَا وَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُوْلُ فِي نَفْسِيْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ ، حَتَّى كَمُلَتْ خَمْسُوْنَ لَيْلَةً وَأَذِنَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ -

৫৮২১ ইব্ন বুকায়র (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ যখন কাব ইব্ন মালিক (রা) তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে পশ্চাতে রয়ে যান, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাথে সালাম কালাম করতে সবাইকে নিষেধ করে দেন। (তখনকার ঘটনা) আমি কাব ইব্ন মালিক (রা)কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্- ﷺ এর কাছে আসতাম এবং তাঁকে সালাম করতাম আর মনে মনে বলতাম যে, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট দু'খানা নড়ছে কিনা। পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলে নবী ﷺ ফজরের সালাতের সময় ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবা কবুল করেছেন।

٢٥٨٢ . بَابُ كَيْفَ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلاَمَ

২৫৮২. পরিচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের সালামের জবাব কিভাবে দিতে হয়

٥٨٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ اللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ -

৫৮২২ আবুল ইয়ামান (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আস্সামু আলায়কা। (তোমার মৃত্যু হোক, নাউজুবিল্লাহ) আমি একথার মর্ম বুঝে বললাম ঃ আলাইকুমুস সামু ওয়াল লানাতু। (তোমাদের উপর মৃত্যু ও লানত)। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি থামো। আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই বিনয় পছন্দ করেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা যা বললো ঃ তা কি আপনি শুনেন নি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ জন্যই আমিও বলেছি, ওয়া আলাইকুম(তোমাদের উপরও)।

banglainternet.com

٥٨٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ -

৫৮২৩ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বললেন ঃ ইয়াহূদী তোমাদের সালাম করলে তাদের কেউ অবশ্যই বলবে ঃ আস্‌সামু আলায়কা। তখন তোমরা জবাবে 'ওয়াআলায়কা' বলবে।

٥٨٢٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ -

৫৮২৪ উস্‌মান ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলবে ওয়া আলায়কুম। (তোমাদের উপরও)

٢٥٨٣ . بَابُ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرَهُ

২৫৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ কারো এমন পত্রের বিষয়ে স্পষ্টরূপে জানার জন্য তদন্ত করে দেখা, যা মুসলমানদের জন্য আশংকাজনক

٥٨٢٥ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا قَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ قَالَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا

banglainternet.com

صَنَعْتَ قَالَ مَا بِي إِلاَّ أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ ، قَالَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -

৫৮২৫ ইউসুফ ইব্‌ন বাহলূল (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে ও জুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) এবং আবূ মারসাদ গানাভী (রা)-কে অশ্ব বের করে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও এবং 'রওযায়ে খাখে' গিয়ে পৌঁছ। সেখানে একজন মুশরিক স্ত্রীলোক পাবে। তার কাছে হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতার দেওয়া মুশরিকদের নিকট একখানি পত্র আছে। আমরা ঠিক সেই জায়গাতেই তাকে পেয়ে গেলাম যেখানকার কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। ঐ স্ত্রী লোকটি তার এক উটের উপর সাওয়ার ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমার কাছে যে পত্রখানি আছে তা কোথায়? সে বললো ঃ আমার সাথে কোন পত্র নেই। তখন আমরা তার উটসহ তাকে বসালাম এবং তার সাওয়ারীর আসবাব পত্রের তল্লাসি করলাম। কিন্তু আমরা কিছুই (পত্রখানা) খুঁজে পেলাম না। আমার দু'জন সাথী বললেন ঃ পত্রখানা তো পাওয়া গেল না। আমি বললাম ঃ আমার জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অযথা কথা বলেন নি। তখন তিনি স্ত্রী লোকটিকে ধমকিয়ে বললেন ঃ তোমাকে অবশ্যই পত্রখানা বের করে দিতে হবে, নতুবা আমি তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাসি নেব। এরপর সে যখন আমার দৃঢ়তা দেখলো, তখন সে বাধ্য হয়ে তার কোমরে পেচানো চাদরে হাত দিয়ে ঐ পত্রখানা বের করে দিল। তারপর আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পৌঁছলাম। তখন তিনি হাতিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে হাতিব! তুমি কেন এমন কাজ করলে? তিনি বললেন ঃ আমার মনে এমন কোন দুঃসংকল্প নেই যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। আমি আমার দৃঢ় মনোভাব পরিবর্তন করিনি এবং আমি ধর্মও বদল করিনি। এই পত্রখানা দ্বারা আমার নিছক উদ্দেশ্য ছিল যে, এতে মক্কাবাসীদের উপর আমার দ্বারা এমন এহসান হোক, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা আমার পরিবার ও সম্পদ নিরাপদে রাখবেন। আর সেখানে আপনার অন্যান্য সাহাবীদের এমন লোক আছেন যাঁদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে দেবেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ হাতিব ঠিক কথাই বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই বলো না। রাবী বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন, তিনি নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অতএব আমাকে ছেড়ে দিন আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ বললেন ঃ

banglainternet.com

হে উমর! তোমার কি জানা নেই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে আছে। রাবী বলেন ঃ তখন উমর (রা)-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٢٥٨٤. بَابُ كَيْفَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ .

২৫৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ কিতাবী সম্প্রদায়ের নিকট কিভাবে পত্র লিখতে হয়?

٥٨٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ، السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ -

৫৮২৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব তাকে বলেছেন ঃ হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন, কুরায়শদের ঐ দলসহ যারা ব্যবসার জন্য সিরিয়া গিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। এরপর তিনি ঘটনার বর্ণনা করেন। শেষভাগে বললেন যে, তারপর হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রখানি আনালেন এবং তা পাঠ করা হল। এতে ছিল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি السَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা সৎপথের অনুসরণ করেছে।

٢٥٨٥ . بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ

২৫৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ চিঠিপত্র কার নাম দিয়ে আরম্ভ করা হবে

٥٨٢٧ حَدَّثَنَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارٍ وَصَحِيْفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَجَرَ خَشَبَةً فَجَعَلَ الْمَالَ فِي جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيْفَةً مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلاَنٍ -

banglainternet.com

৫৮২৭ লায়স (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বললেন যে, সে এক খন্ডকাঠ নিয়ে খোদাই করে এর ভেতর এক হাজার দীনার ভর্তি করে রাখল এবং এর মালিকের প্রতি লেখা একখানা চিঠিও রেখে দিল। আর উমর ইব্‌ন আবূ সালামা সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ একব্যক্তি একখন্ড কাঠ খোদাই করে তার ভেতরে কিছু মাল রেখে দিল এবং এর সাথে তার প্রাপকের প্রতি একখানা পত্রও ভরে দিল, যার মধ্যে লেখা ছিল, অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের প্রতি।

٢٥٨٦ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ

২৫৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য দাঁড়াও

٥٨٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَجَاءَ ، فَقَالَ قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ ، فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيْدٍ إِلَى حُكْمِكَ -

৫৮২৮ আবূল ওয়ালীদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরাইযা গোত্রের লোকরা সা'দ (রা)-এর ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করলো। নবী ﷺ তাঁকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তারপর তিনি এলে নবী ﷺ সাহাবাদের বললেন ঃ তোমরা আপন সরদারের প্রতি অথবা বললেন ঃ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি উঠে দাঁড়াও। তারপর সা'দ (রা) এসে নবী ﷺ -এর পাশেই বসলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ এরা তোমার ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি বললেন ঃ তা হলে আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, এদের মধ্যে যারা যুদ্ধযোগ্য তাদের হত্যা করা হোক। আর তাদের বাচ্চাদের বন্দী করা হোক। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ীই ফায়সালা দিয়েছ। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার কোন কোন সঙ্গী উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ থেকে আবূ সাঈদের এ হাদীছে عَلَى حُكْمِكَ এর স্থলে إِلَى حُكْمِكَ শব্দ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨٧ . بَابُ الْمُصَافَحَةِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي

banglainternet.com

২৫৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফাহা করা । ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দেন তখন আমার হাত তাঁর দু'হাতের মাঝে ছিল। কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, একবার আমি মসজিদে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে পেয়ে গেলাম। তখন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) তাড়াতাড়ি আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানালেন

٥٨٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ ـ

৫৮২৯ 'আমর ইব্‌ন 'আসিম (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ -এর সাহাবীগণের মধ্যে কি মুসাফাহা করার রেওয়াজ ছিল? তিনি বললেন ঃ হাঁ।

٥٨٣٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُقَيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ

৫৮৩০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম । তখন তিনি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।

٢٥٨٨. بَابُ الأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ

২৫৮৮. দু'হাত ধরে মুসাফাহা করা। হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) ইব্‌ন মুবারকের সঙ্গে দু'হাতে মুসাফাহা করেছেন

٥٨٣١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلاَمُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ـ

banglainternet.com

৫৮৩১ আবূ নুয়ায়ম (র)..... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত তাঁর উভয় হাতের মধ্যে রেখে আমাকে এমনভাবে তাশাহ্‌হুদ শিখিয়েছেন, যে

ভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিখাতেন ঃ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ..... مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ এসময় তিনি আমাদের মাঝেই বিদ্যমান ছিলেন। তারপর যখন তাঁর ওফাত হয়ে গেল, তখন থেকে আমরা এ স্থলে السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ পড়তে লাগলাম।

٢٥٨٩. بَابُ الْمُعَانَقَةِ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ

২৫৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ আলিঙ্গন করা এবং কাউকে বলা কিভাবে তোমার ভোর হয়েছে?

٥٨٣٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي وَجْعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ أَلاَ تَرَاهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الثَّلاَثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللهِ إِنِّي لأَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيُتَوَفَّى فِي وَجْعِهِ ، وَإِنِّي لأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَسْأَلُهُ فِيمَنْ يَكُونُ الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا قَالَ عَلِيٌّ وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا وَإِنِّي لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبَدًا ـ

৫৮৩২ ইসহাক এবং আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব যখন নবী ﷺ -এর অন্তিম কালের সময় তাঁর কাছে থেকে বেরিয়ে এলেন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আবুল হাসান! কিভাবে নবী ﷺ -এর ভোর হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ অবস্থায় তাঁর ভোর হয়েছে। তখন আব্বাস (রা) তার হাত ধরে বললেন ঃ তুমি কি তাঁর অবস্থা বুঝতে পারছনা? তুমি তিনদিন পরই লাঠির গোলাম হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে ধারণা করছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ রোগেই সত্বর ইন্তেকাল করবেন। আমি বনূ আবদুল মুত্তালিবের চেহারা থেকে তাঁদের ওফাতের লক্ষণ চিনতে পারি। অতএব তুমি আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে যাও। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করবো যে, তাঁর অবর্তমানে খিলাফতের দায়িত্ব কাদের হাতে থাকবে? যদি আমাদের মধ্যেই থাকে, তবে তা আমরা জেনে রাখলাম। আর যদি অন্য কোন গোত্রের হাতে থাকবে বলে জানি, তবে আমরা তাঁর সাথে পরামর্শ করবো এবং তিনি আমাদের জন্য অসিয়ত করে যাবেন। আলী (রা) বললেন ঃ

banglainternet.com

আল্লাহর কসম! যদি আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করি আর তিনি এ সম্পর্কে আমাদের বিরত থাকার নির্দেশ দেন, তাহলে লোকজন কখনও আমাদের এর সুযোগ দেবেনা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কখনো জিজ্ঞেস করবো না।

٢٥٩٠. بَابُ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

২৫৯০. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কারো ডাকে 'লাব্বায়কা' এবং 'সা'দায়কা' বলে জবাব দিল

٥٨٣٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاَثًا هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ -

৫৮৩৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, আমি একবার নবী ﷺ -এর পেছনে তাঁর সাওয়ারীর উপর বসা ছিলাম। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ ওহে মু'আয! আমি বললাম, লাব্বায়কা ওয়া সাদায়কা। তারপর তিনি এরূপ তিনবার ডাকলেন। এরপর বললেন ঃ তুমি কি জানো যে, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কি? তিনি বললেন ঃ তা'হলো, বান্দারা তাঁর ইবাদত করবে আর এতে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আবার কিছুক্ষণ চলার পর তিনি বললেন ঃ ওহে মু'আয! আমি জবাবে বললাম ঃ লাব্বায়কা ওয়া সাদায়কা। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি জানো যে, বান্দা যখন তাঁর ইবাদত করবে, তখন আল্লাহ্র উপর বান্দাদের হক কি হবে? তিনি বললেন ঃ তা হলো এই যে, তিনি তাদের আযাব দিবেন না।

٥٨٣٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا وَاللهِ أَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ ، قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُّونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرٍّ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لاَ تَبْرَحْ فَمَكَثْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ

banglainternet.com

فَوَلَّيْتُ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاكَ جِبْرِيْلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ لِزَيْدٍ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ حَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ * قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ * وَقَالَ أَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلاَثٍ -

৫৮৩৪ উমর ইব্ন হাফ্স (র)..... যায়দ ইব্ন ওয়াহ্ব (র) বলেন, আল্লাহর কসম! আবূ যার (রা) রাবাযাহ নামক স্থানে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে এশার সময় মদীনায় হার্‌রা নামক স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা ওহোদ পাহাড়ের সম্মুখীন হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যার! আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার নিকট ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আসুক। আর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ব্যতীত এক দীনার পরিমাণ সোনাও এক রাত অথবা তিন রাত পর্যন্ত আমার হাতে তা থেকে যাক। বরং আমি পছন্দ করি যে, আমি এগুলো আল্লাহ্‌র বান্দাদের এভাবে বিলিয়ে দেই। (কিভাবে দেবেন) তা তাঁর হাত দিয়ে তিনি দেখালেন। তারপর বললেন ঃ হে আবূ যার! আমি বললাম ঃ লাব্বায়কা ওয়া স'দায়কা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তখন তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে যারা অধিক সম্পদশালী, আখিরাতে তারা হবেন অনেক কম সাওয়াবের অধিকারী। তবে যারা তাদের সম্পদকে এভাবে, এভাবে বিলিয়ে দেবে। তারা হবেন এর ব্যতিক্রম। তারপর তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত, হে আবূ যার! তুমি এ স্থানেই থাকো। এখান থেকে কোথাও যেয়োনা। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন, এমন কি আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লেন কিনা? তাই আমি সে দিকে অগ্রসর হতে চাইলাম। কিন্তু সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা, যে কোথায়ও যেয়োনা মনে পড়লো এবং আমি থেমে গেলাম। এরপর তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটা আওয়ায শুনে শংকিত হয়ে পড়লাম যে, আপনি সেখানে গিয়ে কোন বিপদে পড়লেন কিনা। কিন্তু আপনার কথা স্মরণ করে থেমে গেলাম। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিব্‌রাঈল। তিনি আমার নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে? যদিও সে ব্যক্তি চুরি করে? তিনি বললেন ঃ সে যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে থাকে তবুও। আমাশ (র) বলেন, আমি যাবূদকে বললাম, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, এ হাদীসের রাবী হলেন আবুদদারদা। তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ হাদীসটি আবূ যারই রাবাযা নামক স্থানে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আমাশ (র) বলেন, আবূ

banglainternet.com

সালিহ ও আবূদ দারদা (রা) সূত্রে আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবূ শিহাব, আমাশ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : 'তিন দিনের অতিরিক্ত' ।

٢٥٩١ . بَابُ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

২৫৯১. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠাবে না

٥٨٣٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ ـ

৫৮৩৫ ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)............ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি অপর কাউকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সে সেখানে বসবে না।

٢٥٩٢ . بَابُ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا الْآيَةَ .

২৫৯২. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :) যদি তোমাদের বলা হয় যে, তোমরা মজলিসে বসার জায়গা করে দাও। তখন তোমরা বসার জায়গা করে দিবে, তা হলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন......(৫৮ : ১১)।

٥٨٣٦ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسُ فِيْهِ آخَرُ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ مَكَانَهُ ـ

৫৮৩৬ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কোন ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সেখানে অপর ব্যক্তিকে বসতে নিষেধ করেছেন। তবে তোমরা বসার জায়গা প্রশস্ত করে দাও এবং ব্যবস্থা করে দাও। ইবন উমর (রা) কেউ তার জায়গা থেকে উঠে যাক এবং তার জায়গায় অন্যজন বসুক তা পছন্দ করতেন না।

٢٥٩٣ . بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَّأَ لِلْقِيَامِ لِيَقُوْمَ النَّاسُ

২৫৯৩. পরিচ্ছেদ : কারো তার সাথীদের থেকে অনুমতি না নিয়ে মজলিস কিংবা ঘর থেকে উঠে যাওয়া, কিংবা নিজে উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা যাতে অন্যরা উঠে যায়

banglainternet.com

٥٨٣٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوْا ثُمَّ

جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ ، قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلاَثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتَّىْ دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا -

৫৮৩৭ হাসান ইব্ন উমর (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ যায়নাব বিন্ত জাহশ (রা)কে বিয়ে করলেন, তখন তিনি কয়েকজন লোককে দাওয়াত করলেন। তাঁরা আহার করার পর বসে বসে অনেক সময় পর্যন্ত আলাপ আলোচনায় মশগুল থাকলেন। তখন তিনি নিজে উঠে চলে যাওয়ার ভাব প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কিন্তু এতেও তাঁরা উঠলেন না। তিনি এ অবস্থা দেখে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন লোকজনের মধ্যে যারা দাঁড়াবার ইচ্ছা করলেন, তারা তাঁর সাথেই উঠে চলে গেলেন। কিন্তু তাদের তিনজন থেকে গেলেন। এরপর যখন নবী ﷺ ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে ঐ তিনজন তখনো বসে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তারাও উঠে চলে গেলে, আমি গিয়ে তাঁকে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। এরপর তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। তখন আমিও ঢুকতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। এই সময় আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন ঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা নবীগৃহে প্রবেশ করবে না।..... আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ঘোরতর অপরাধ (৩৩ঃ ৫৩)

٢٥٩٤. بَابُ الاحْتِبَاءِ بِالْيَدِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءِ

২৫৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ দু'হাঁটুকে খাড়া করে দু'হাতে বেড় দিয়ে পাছার উপর বসা

٥٨٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هٰكَذَا -

৫৮৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ গালিব (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কাবা শরীফের আঙ্গিনায় দু'হাঁটু খাড়া করে দু'হাত দিয়ে তা বেড় দিয়ে এভাবে বসা অবস্থায় পেয়েছি।

banglainternet.com

٢٥٩٥. بَابُ مَنِ اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ خَبَّابٌ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً قُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللهَ فَقَعَدَ

২৫৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি তার সাথীদের সামনে হেলান দিয়ে বসেন। খাব্বাব (রা) বর্ণনা করেন, আমি একবার নবী ﷺ -এর কাছে আসলাম। তখন তিনি একখানা চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে তাতে হেলান দিচ্ছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি কি (আমার মুক্তির জন্য) আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন না? তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন

٥٨٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

৫৮৩৯ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ..... আবূ বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের নিকৃষ্ট কবীরা গুনাহের বর্ণনা দিব না? সকলে বললেন ঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন ঃ তা হলো, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন কিছুকে শরীক করা এবং মা বাপের অবাধ্যতা। মুসাদ্দাদ, বিশ্‌রের এক সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ তাতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী ﷺ হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হুশিয়ার হয়ে যাও! আর (সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো) মিথ্যা কথা বলা। এ কথাটা তিনি বারবার বলতে থাকলেন ঃ অবশেষে আমরা বললাম ঃ হায়! তিনি যদি থেমে যেতেন ।

٢٥٩٦. بَابُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ

২৫৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনে অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি চলেন

٥٨٤٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ -

৫৮৪০ আবূ আসিম (র)..... উক্‌বা ইব্ন হারিস (রা) বলেন, একবার নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করে তাড়াতাড়ি গিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন।

banglainternet.com

٢٥٩٧. بَابُ السَّرِيْرِ

২৫৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ পালঙ্গ ব্যবহার করা

٥٨٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً -

৫৮৪১ কুতাইবা (র)..... আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমার) পালঙ্কের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। তখন আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম। যখন আমার কোন প্রয়োজন হতো, তখন আমি তাঁর দিকে মুখ করে উঠে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম না বরং আমি শুয়ে শুয়েই পেছনের দিক দিয়ে কেটে পড়তাম।

٢٥٩٨. بَابُ مَنْ أُلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ

২৫৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ যার হেলান দেয়ার উদ্দেশ্যে একটা বালিশ পেশ করা হয়

٥٨٤٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَبْعًا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تِسْعًا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِحْدَى عَشْرَةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرِ الدَّهْرِ ، صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ -

৫৮৪২ ইসহাক এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট আমার বেশী সাওম পালন সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। তখন তিনি আমার ঘরে আসলেন এবং আমি তাঁর উদ্দেশ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি করা চামড়ার একটা বালিশ পেশ করলাম। তিনি মাটিতেই বসে পড়লেন। আর বালিশটা আমার ও তাঁর মাঝখানে থেকে গেল। তিনি আমাকে বললেন ঃ প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা থাকা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি বললাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তা হলে পাঁচ দিন? আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ তবে সাতদিন ? আমি আবার বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তবে নয়দিন? আমি পুনরায় বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ তা হলে এগার দিন ? আমি আবার বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন ঃ দাউদ (আ)-এর সাওমের চেয়ে বেশী কোন (নফল) সাওম নেই। তিনি প্রত্যেক মাসের (অথবা বছরের) অর্ধেক দিন সাওম পালন করতেন অর্থাৎ একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন পালন করতেন না।

banglainternet.com

٥٨٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي جَلِيسًا ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي كَانَ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذَيْفَةَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا ، أَوَ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادَةِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، قَالَ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى فَقَالَ مَا زَالَ هَؤُلاَءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِّي وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৮৪৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জা'ফর ও আবূ ওয়ালীদ (র)..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আলকামা (রা) সিরিয়ায় গমন করলেন। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে দু'আ করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে একজন নেক সঙ্গী দান করুন। এরপর তিনি আবূদ দারদা (রা)-এর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কোন শহরের লোক? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি কূফার বাসিন্দা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনাদের মধ্যে কি সেই ব্যক্তি নেই? যিনি ঐ ভেদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যা অপর কেউ জানতেন না। (রাবী বলেন) অর্থাৎ হুযায়ফা (রা)। আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি নেই, অথবা আছেন, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দু'আর কারণে শয়তান থেকে পানাহ দিয়েছেন? (রাবী বলেন) অর্থাৎ আম্মার (রা) তিনি আবার জিজ্ঞাস করলেন ঃ আর আপনাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি নেই যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিস্ওয়াক ও বালিশের জিম্মাদার ছিলেন? (রাবী বলেন) অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)। আবূ দারদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূরায়ে 'ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগশা' কি রকম পড়তেন? তিনি বললেন ঃ তিনি 'ওয়ামা খালাকায যাকারা ওয়াল উনসা'র স্থলে 'ওয়ামা খালাকা' অংশটুকু ছেড়ে দিয়ে পড়তেন। 'ওয়ায যাকারা ওয়াল উনসা'। তখন তিনি বললেন ঃ এখানকার লোকেরা আমাকে এ সূরা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিলেন। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ রকমই শুনেছি।

٢٥٩٩ . بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

২৫৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ জুম্'আর সালাত শেষে কায়লুলা (দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ)

banglainternet.com

٥٨٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

৫৮৪৪ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর সালাতের পরেই 'কায়লুলা' করতাম এবং দুপুরের খাবার খেতাম।

٢٦٠٠. بَابُ الْقَائِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৬০০. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কায়লুলা করা

٥٨٤٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا ، جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ -

৫৮৪৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা)-এর কাছে 'আবূ তুরাব'-এর চাইতে প্রিয়তর কোন নাম ছিল না। এ নামে ডাকা হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন। কারণ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে আসলেন। তখন আলী (রা)কে ঘরে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার চাচাতো ভাই কোথায়? তিনি বললেন ঃ আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটায় তিনি আমার সঙ্গে রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছেন। আমার কাছে কায়লুলা করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ দেখতো সে কোথায়? সে লোকটি এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে দেখতে পেলেন যে, তিনি কাত হয়ে শুয়ে আছেন, আর তাঁর চাদরখানা পাশ থেকে পড়ে গেছে। ফলে তার সাথে মাটি লেগে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গায়ের মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ ওঠো, আবূ তুরাব (মাটির বাবা) ওঠো, আবূ তুরাব! একথাটা তিনি দু'বার বললেন।

٢٦٠١. بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ

২৬০১. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি কোন কাওমের সাথে দেখা করতে যান এবং সেখানে 'কায়লুলা' করেন

٥٨٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُوْرَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٍّ قَالَ

banglainternet.com

فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذُلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ -

৫৮৪৬ কুতায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উম্মে সুলায়ম (রা) নবী ﷺ -এর জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তিনি সেখানেই ঐ চামড়ার বিছানার উপর কায়লুলা করতেন। এরপর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি তাঁর শরীরের কিছুটা ঘাম ও চুল সংগ্রহ করতেন এবং তা একটা শিশির মধ্যে জমাতেন এবং পরে 'সুক্ক' নামীয় সুগন্ধির মধ্যে মিশাতেন। রাবী বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি আমাকে অসিয়ত করলেন ঃ যেন ঐ সুক্ক থেকে কিছুটা তাঁর সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং তা তাঁর সুগন্ধির মধ্যে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল।

٥٨٤٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ ، قُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُ ، قَالَ أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ -

৫৮৪৭ ইসমাঈল (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ 'কুবা' এর দিকে যখন যেতেন তখন প্রায়ই উম্মে হারাম বিন্‌তে মিল্‌হান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং তিনি তাঁকে খানা খাওয়াতেন। তিনি উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি তার ঘরে গেলে তাঁকে খাবার খাওয়ালেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানেই ঘুমালেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সজাগ হয়ে হাসতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ স্বপ্নের মধ্যে আমাকে আমার উম্মাতের মধ্য হতে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিছু সংখ্যক মুজাহিদ দেখানো হয়েছে, যারা এই বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে বাদশাহদের মত সিংহাসনের উপর সমাসীন। তখন তিনি বললেন ঃ আপনি দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি সে দু'আ করলেন এবং বিছানায় মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হাসতে হাসতে সজাগ হলেন। আমি

banglainternet.com

বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ (স্বপ্নের মধ্যে) আমাকে আমার উম্মতের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিছু সংখ্যক মুজাহিদ দেখানো হয়েছে, যারা এই বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে বাদশাহ্‌দের মত সিংহাসনের উপর সমাসীন। তখন আবার আমি বললাম ঃ আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথম বাহিনীদেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে সামুদ্রিক অভিযানে রওয়ানা হন এবং সমুদ্রাভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁর নিজেরই সাওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে (আল্লাহর পথেই) শাহাদাত বরণ করেন।

٢٦٠٢. بَابُ الْجُلُوْسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ

২৬০২. পরিচ্ছেদ ঃ যার জন্য যেভাবে সহজ হয়, সেভাবেই বসা

٥٨٤٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ * تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৫৮৪৮ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ দু'রকমের লেবাস এবং দু'ধরনের বিক্রয় নিষেধ করেছেন। পেঁচিয়ে কাপড় পরিধান করা থেকে এবং এক কাপড় পরে 'এহ্‌তেবা' করা থেকে, যাতে মানুষের লজ্জাস্থানের উপর কোন কাপড় না থাকে এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা – বেচা-কেনা থেকেও।

٢٦٠٣. بَابُ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

২৬০৩. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি মানুষের সামনে কারো সঙ্গে কানে কানে কথা বলেন। আর যিনি আপন বন্ধুর গোপনীয় কথা কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশ করেন

٥٨٤٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيْعًا لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَمْشِي لاَ وَاللهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إِذَا هِيَ تَضْحَكُ ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُوْلُ اللهِ

banglainternet.com

ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ، ثُمَّ أَنْتَ تَبْكِيْنَ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا أَخْبَرْتِنِيْ ، قَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرَتْنِي ، قَالَتْ أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَى الأَجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِيْ فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِيْ رَأَيْتِ، فَلَمَّا جَزَعَنِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الأُمَّةِ -

৫৮৪৯ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সব সহধর্মিণী তাঁর নিকট জমায়েত হয়েছিলাম। আমাদের একজনও অনুপস্থিত ছিলাম না। এমন সময় ফাতিমা (রা) পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম! তাঁর হাঁটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাঁটার অনুরূপই ছিল। তিনি যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। এরপর তিনি যখন তাঁকে নিজের ডান পাশে অথবা (রাবী বলেন) বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তার সঙ্গে কানে-কানে কিছু কথা বললেন, তিনি (ফাতেমা) খুব বেশী কাঁদতে লাগলেন। এরপর তাঁর বিষণ্ন অবস্থা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে তিনি কানে-কানে আরও কিছু কথা বললেন, তখন ফাতিমা (রা) হাসতে লাগলেন। তখন নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের মধ্য থেকে আমি বললাম ঃ আমাদের উপস্থিত থাকা অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ করে আপনার সঙ্গে বিশেষ কি গোপনীয় কথা কানে-কানে বললেন, যার কারণে আপনি খুব কাঁদছিলেন? এরপর যখন নবী ﷺ উঠে চলে গেলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তিনি আপনাকে কানে-কানে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভেদ (গোপনীয় কথা)ফাঁস করবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয়ে গেল। তখন আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনার উপর আমার যে দাবী আছে, আপনাকে আমি তার কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি কি গোপনীয় কথাটি আমাকে জানাবেন না? তখন ফাতিমা (রা) বললেন হাঁ এখন আপনাকে জানাবো। সুতরাং তিনি আমাকে জানাতে গিয়ে বললেন ঃ প্রথমবার তিনি আমার নিকট যে গোপনীয় কথা বলেন, তা হলো এই যে, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, জিব্‌রাঈল (আ) প্রত্যেক বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি অনুমান করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগমনকারী। তখন আমি কাঁদলাম যা নিজেই দেখলেন। তারপর যখন তিনি আমার বিষণ্নভাব দেখলেন, তখন দ্বিতীয়বার আমাকে কানে-কানে বললেন ঃ তুমি কি

banglainternet.com

জান্নাতের মুসলিম মহিলাদের অথবা এ উম্মতের মহিলাদের নেত্রী হয়ে যাওয়াতে সন্তুষ্ট হবে না? (তখন আমি হেসে দিলাম)।

٢٦٠٤ . بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ

২৬০৪. পরিচ্ছেদ ঃ চিত হয়ে শোয়া

٥٨٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى -

৫৮৫০ আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি, তখন তাঁর এক পা আরেক পায়ের উপর রাখা ছিল।

٢٦٠٥ . بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى إِلَى قَوْلِهِ : وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - وَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - إِلَى قَوْلِهِ وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

২৬০৫. পরিচ্ছেদ ঃ তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুজনে কানে-কানে বলবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন..... মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা। (৫৮ ঃ ৯ -১০) আরও আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সঙ্গে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে..... তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। (৫৮ ঃ ১২ - ১৩)

٥٨٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ -

৫৮৫১ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোথও তিনজন লোক থকে তবে তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে মিলে চুপি চুপি কথা বলবে না।

banglainternet.com

٢٦٠٦ . بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

২৬০৬. পরিচ্ছেদ ঃ গোপনীয়তা রক্ষা করা

٥٨٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَسَرَّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ -

৫৮৫২ আব্দুল্লাহ ইব্ন সাব্বাহ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ আমার কাছে একটি বিষয় গোপনে বলেছিলেন। আমি তাঁর পরেও কাউকে তা জানাই নি। এটা সম্পর্কে উম্মে সুলায়ম (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকেও বলি নি।

٢٦٠٧ . بَابُ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُسَارَاةِ وَالْمُنَاجَاةِ

২৬০৭. পরিচ্ছেদ ঃ কোথাও তিনজনের বেশী লোক থাকলে গোপনে কথা বলা, আর কানে-কানে কথা বলা দুষণীয় নয়

٥٨٥٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجَلَ أَنْ يُحْزِنَهُ -

৫৮৫৩ উসমান (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোথাও তোমরা তিনজন থাকো, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে-কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই ।

٥٨٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ ، قُلْتُ أَمَا وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلاَءٍ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

৫৮৫৪ আবদান (র)..... আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন কিছু মাল লোকজনকে বন্টন করে দিলেন । তখন একজন আনসারী মন্তব্য করলেন যে, এ বন্টনটি এমন, যার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। তখন আমি বললাম সাবধান! আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই নবী ﷺ -এর নিকট গিয়ে এ কথাটা বলে দিব। এরপর আমি তাঁর নিকট গেলাম ঃ কিন্তু তখন তিনি একদল সাহাবীর মধ্যে ছিলেন। তাই আমি কথাটা তাঁকে কানে-কানেই বললাম তখন তিনি রেগে গেলেন। এমন কি তাঁর চেহারার রং লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন ঃ মূসা

banglainternet.com

(আ)-এর উপর রহমত নাযিল হোক। তাঁকে এর চাইতে অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

٢٦٠٨ . بَابُ طُوْلِ النَّجْوَى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ، مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتَ ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ

২৬০৮. পরিচ্ছেদ ঃ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কারো সঙ্গে কানে-কানে কথা বলা

٥٨٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُنَاجِيْهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى -

৫৮৫৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন। একবার সালাতের একামত হয়ে গেলো, তখনও একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কানে-কানে কথা বলছিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি এভাবে আলাপ করতে থাকলেন। এমন কি তাঁর সংগীগণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

٢٦٠٩ . بَابُ لاَ تَتْرُكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

২৬০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন রাখবে না

٥٨٥٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ -

৫৮৫৬ আবূ নুয়ায়ম (র)..... সালিম (রা) তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন রেখে ঘুমাবে না।

٥٨٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ -

৫৮৫৭ মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, একবার রাত্রি কালে মদীনার এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী ﷺ -এর নিকট জানানো হলে, তিনি বললেন ঃ এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে, তখন তোমাদেরই হিফাযতের জন্য তা নিভিয়ে ফেলবে।

banglainternet.com

৫৮৫৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمِّرُوْا الآنِيَةَ وَأَجِيْفُوْا الأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ -

৫৮৫৮ কুতায়বা (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের পানাহারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে। আর ঘুমাবার সময় (ঘরের) দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কারণ প্রায়ই দুষ্ট ইঁদুররা জ্বালানো বাতির ফিতাগুলো টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে দেয়।

٢٦١٠. بَابُ إِغْلاَقِ الأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ

২৬১০. পরিচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে (ঘরের) দরজাগুলো বন্ধ করা

৫৮৫৯ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوْا الأَبْوَابَ وَأَوْكُوْا الأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوْا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قَالَ هَمَّامٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ -

৫৮৫৯ হাস্‌সান ইব্‌ন আবূ 'আব্বাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ রাতে যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে, দরজা বন্ধ করবে, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ঢেকে রাখবে এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখবে। হাম্মাম বলেন ঃ এক টুকরা কাঠ দিয়ে হলেও।

٢٦١١. بَابُ الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

২৬১১. পরিচ্ছেদ ঃ বয়োপ্রাপ্তির পর খাত্‌না করা এবং বগলের পশম উপড়ানো

৫৮৬০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ

৫৮৬০ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কুযা'আ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটি ঃ খাত্‌না করা, নাভীর নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ানো, গোঁপ কাটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা।

banglainternet.com

৫৮৬১ حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ مُخَفَّفَةً * حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُوْمِ -

৫৮৬১ আবুল ইয়ামান..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) আশী বছর বয়সের পর কাদূম 'নামক' স্থানে নিজেই নিজের খাত্না করেন। কুতায়বা (র) আবূয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'কাদ্দুম' একটি স্থানের নাম ।

٥٨٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَنْ أَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ قَالَ وَكَانُوْا لاَ يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا خَتِيْنٌ -

৫৮৬২ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহীম (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নবী ﷺ -এর ওফাতের সময় আপনি বয়সে কার মত ছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি তখন মাখতূন (খাত্নাকৃত) ছিলাম। তিনি আরও বলেন ঃ তাদের নিয়ম ছিল যে, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তারা খাত্না করতেন না।

٢٦١٢ . بَابُ كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

২৬১২. পরিচ্ছেদ ঃ যেসব খেলাধুলা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত রাখে সেগুলো বাতিল। (হারাম)। আর ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে, যে তার বন্ধুকে বললো, চলো, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ অসার বাক্য ক্রয় করে নেয়। (৩১ঃ৬)

٥٨٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ -

banglainternet.com

৫৮৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কসম করে এবং তার কসমে বলে লাত ও উয্যার কসম, তা হলে সে যেন লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে, আর যে কেউ তার বন্ধুকে বলে ঃ এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলবো। সে যেন সাদাকা করে।

٢٦١٣ . بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ

২৬১৩. পরিচ্ছেদ ঃ পাকা ঘর-বাড়ি নির্মাণ করা। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো, তখন পশুর রাখালেরা পাকা বাড়ি-ঘর নির্মাণে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে

٥٨٦٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِيْ بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ الْمَطَرِ وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ -

৫৮৬৪ আবূ নুয়ায়ম (র)..... ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ -এর যামানায় আমার খেয়াল হলো যে, আমি নিজ হাতে আল্লাহর কোন সৃষ্টির সাহায্য ছাড়া এমন একটা ঘর বানিয়ে নেই, যা আমাকে বৃষ্টির পানি থেকে ঢেকে রাখে এবং আমাকে রোদ থেকে ছায়া দান করে।

٥٨٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلاَ غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ -

৫৮৬৫ আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র)..... ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। আল্লাহর কসম! আমি নবী ﷺ -এর পর থেকে এ পর্যন্ত কোন ইটের উপর ইট রাখি নি। (অর্থাৎ কোন পাকা ঘর নির্মাণ করিনি) আর কোন খেজুরের চারা লাগাই নি। সুফিয়ান (রাবী) বর্ণনা করেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর পরিবারের এক ব্যক্তির নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি তো নিশ্চয়ই পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন। তখন আমি বললাম, তা হলে সম্ভবতঃ এ হাদীসটি তাঁর পাকা ঘর নির্মাণের আগেকার হবে।

banglainternet.com